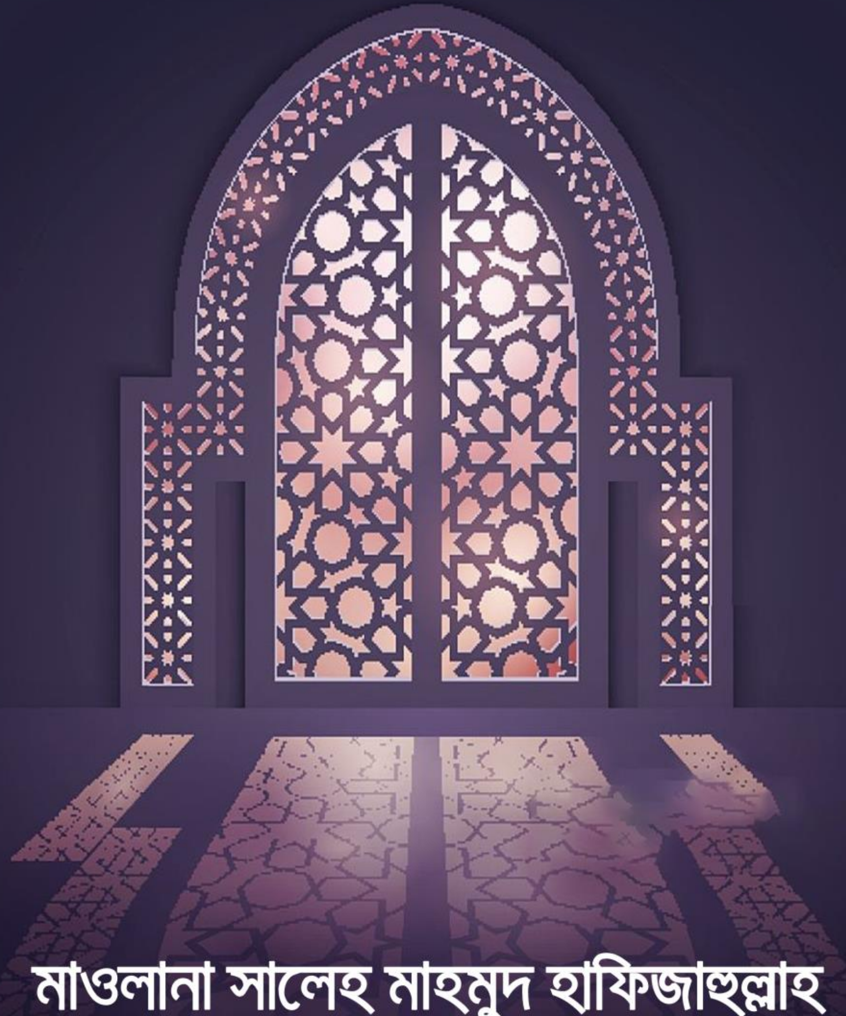
আত্মশুদ্ধি-০৪

তাযকিয়াহ'র জন্য কার কাছে যাবো?



মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

আত্মশুদ্ধি - ০৪

তাযকিয়াহ’র জন্য কার কাছে যাবো?

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া-ই ওয়াল-মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, ওয়ামান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল মুজাহিদীন ওয়া আম্মাতিল মুসলিমীন। আমীন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

আমরা সকলেই প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে নিই।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

আলহামদুলিল্লাহ বেশকিছু সময় পর আবার আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে পেরেছি, এ জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ।

মুহতারাম ভাইয়েরা, গত সপ্তাহে আমরা যে কথাটির ওপর আলোচনা শেষ করেছিলাম তা হচ্ছে, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাহকীক ছাড়া শুধু অনুমান করে কোন কথা চালিয়ে দেয়া যাবে না। এ কথাটি এসেছিল একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে, আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো পীরের হাতে বাইআত হওয়া না হওয়া নিয়ে। মনে পড়েছে কি ভাই?

উপস্থিত এক ভাইঃ জি ভাই।

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, এখন তাহলে প্রশ্ন হল, আমরা কি আত্মশুদ্ধির জন্য কারও কাছেই যাবো না?

এর উত্তর হচ্ছে, আমরা আমাদের আকাবের আসলাফদের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, তখন একই ব্যক্তির মাঝে দাওয়াত, তা’লীম, তাযকিয়াহ ও জিহাদের সমন্বয় ছিল। যার ফলে তাঁদের কারো কাছে গেলে সব বিষয়ের ইলমই পাওয়া যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বর্তমান এই দুঃসময়ে এমন ব্যক্তি পাওয়াই মুশকিল, যার মাঝে এসবগুলোর বিষয় বিদ্যমান। নেই যে এমন কিন্তু নয়। আছে অবশ্যই, তবে সংখ্যাটা খুবই নগন্য। তাঁদেরকে হয়তো আমরা অনেকে চিনি না বা চিনলেও হয়তো বিভিন্ন কারণে তাঁদের কাছে যেতে পারি না।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা

সাধারণ ভাবে দেখা যায়, আমাদের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যিনি দ্বীনের যে কাজের সাথে জড়িত আছেন তিনি ওই কাজটিকেই দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করছেন এবং অনেকে আবার ওটাকেই যথেষ্ট মনে করছেন।

দেখা যায়, যারা ইলমী অঙ্গনে কাজ করছেন তাঁদের অনেকের (সবার না) ধারণা, এ অঙ্গনে কাজ করার মাধ্যমেই দ্বীনের জিম্মাদারী আদায় হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাঁদের কেউ কেউ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলোকে এমনভাবে তাবীল ও তাহরীফ-অপব্যাখ্য ও বিকৃতি করছেন যার ফলে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

তাদের অনেকে বলে থাকে, এখনও জিহাদের সময় হয়নি। সময় হলে মুরুব্বি আলেমগণই ডাক দিবেন। তখন ঠিকই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

কিন্তু তাঁদের এ দাবী যে কতটুকু সত্য তা এখন বুঝা যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে হেফাজতে ইসলামের মুহতারাম আমীর হযরত মাওলানা আহমদ শফী সাহেব দা.বা. চট্টগ্রামে এক মাহফিলে সবাইকে গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য চুড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তাঁর কথাগুলো ছিল এমন যে, ভাইয়েরা, আমার তো বয়স হয়ে গেছে। কখন চলে যাই জানি না। আপনাদের একটি সুসংবাদ দিয়ে যেতে চাই। আর তা হল, (এ উপমহাদেশে) অতি শীঘ্রই একটি ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তা হল, গাযওয়ায়ে হিন্দ। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করবে। অতএব আপনারা গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

এ ছিল হযরতের ঘোষণা। এত দিন যারা বলে আসছিল যে, বড়রা ঘোষণা দিলে আমরা ঠিকই ময়দানে নেমে পড়ব, এ ঘোষণার পর তাঁদের কেউ কি নেমেছে? নামার কোনো লক্ষণও তো দেখা যাচ্ছে না।

অপর দিকে যারা খানকা নিয়ে আছেন তাদের কারো কারো ধারণা যে, এ পদ্ধতিতে কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন জিন্দা হয়ে যাবে। তাঁদের কেউ কেউ তো একদিকে গণতন্ত্রকে হারাম ও কুফরি বলেন আরেকদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে জিহাদ বলে চালিয়ে দেন। শুধু কি তাই? তাঁদের কেউ তো বর্তমান যুগে সশস্ত্র বিপ্লবকে অসম্ভব মনে করেন। আশ্চর্য! একদিকে তারা প্রকৃত মুজাহিদদেরকে গাল-মন্দ করে অপর দিকে নিজেদেরকে মুজাহিদীন ও আমীরুল মুজাহিদীন দাবী করে। এই মুজাহিদ বাহিনীর মাধ্যমেই নাকি নির্বাচন করে ইসলামী খেলাফত কায়েম করে ফেলবে!! কী উদ্ভট সব কথাবার্তা!!

অপর দিকে যারা জিহাদী অঙ্গনে কাজ করছেন, তাদেরও কেউ কেউ মনে করেন, শুধু এ অঙ্গনে কাজ করার মাধ্যমেই দ্বীনের জিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে। মূলত এগুলোর কোনোটিই সঠিক নয়। বরং বাস্তবতা হলো ইলম, তাযকিয়া ও জিহাদ এগুলো একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অপরটির জন্য পরিপূরক। ইলম ও তাযকিয়া ছাড়া জিহাদ প্রকৃত অর্থে জিহাদই হবে না আবার জিহাদ না থাকলে ইলমের উপকারিতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকও হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা মাওলানা মাসউদ আযহার দা.বা. এর এ বিষয়ক একটি বয়ানের অনুবাদ ‘ইলম ও জিহাদ’ নামক বইটি পড়তে পারি।

উপস্থিত এক ভাইঃ মুহতারাম ভাই, ইলম ও জিহাদের মাঝে সমন্বয় কীভাবে করা যেতে পারে? বর্তমানে এর সূরত কী হতে পারে?

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ ভাই, এ বিষয়টি নিয়ে ইনশাআল্লাহ আরেকদিন আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তো বলছিলাম, দ্বীনের হেফাজতের জন্য ইলম ও জিহাদ উভয়টিই জরুরী। আর এজন্য উভয় অঙ্গনের ব্যক্তিদের মাঝে থাকতে হবে পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিক মহব্বত। কিন্তু বর্তমানে এর বিরাট অভাব দেখা যাচ্ছে! এই দুই অঙ্গনের ব্যক্তিদের মাঝে যেমন সুসম্পর্ক থাকার দরকার ছিল তা নেই। হাতেগোনা কিছু কিছু ব্যক্তিদের মাঝে থাকলেও তা না থাকারই মতো।

এর মূল কারণ হচ্ছে, বর্তমানে আমরা ইসলামের পরিভাষাগুলোকে কাফেরদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রহণ করছি। এ বিষয়টি নিয়েও ইনশাআল্লাহ আরেকদিন আলাদাভাবে আলোচনা

করবো যে, কীভাবে আমরা ইসলামের পরিভাষাগুলোকে কাফেরদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রহণ করছি?

তো ভাই, আমাদের এ সময়ে এসে ইলম ও জিহাদের মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। অথচ আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের ইতিহাসে এ অবস্থা দেখতে পাই না - বরং দেখতে পাই, এর সম্পূর্ণ উল্টোটা। তাঁদের মাঝে কী চমৎকার মহব্বত ও ভালোবাসা ছিল। পূর্বসূরিদের পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসার একটি চমৎকার উদাহরণ শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. তাঁর একটি কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা

শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. বলেন, মুসলমানদের এমন এক সোনালী যুগ ছিল, যখন উম্মতের আলেম ও মুফতীগণ কোনো ফতোয়া লিখে তার তাসদীক্ব বা সত্যায়ন করার জন্য ময়দানের মুজাহিদ আলেমদের কাছে নিয়ে যেতেন, যাতে তারা তাতে স্বাক্ষর করে দেন। ওদিকে মুজাহিদ আলেমগণ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, আপনারা সত্যায়ন করে দিলেই তো যথেষ্ট, আমাদের কাছে আনার কী প্রয়োজন?

তখন ওলামায়ে কেরাম বলতেন, না, না আপনারা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদেরকে সরাসরি হেদায়াত দান করে থাকেন। মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

তিনি তাদেরকে হেদায়েত দান করেন এবং তাদের (অন্তরের) অবস্থা সংশোধন করে দেন।

(সুরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৫)

অতএব কোনো ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার মাঝে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা মুজাহিদ আলেমদের স্বাক্ষর থাকা জরুরি। এই ছিল আমাদের পুর্বসূরীদের অবস্থা।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.'র ঘটনা

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর অবস্থা দেখুন। একবার তিনি জিহাদের জন্য বের হচ্ছেন তখন তাকে বলা হল, আপনি তো অসুস্থ, আপনি বাড়িতে থেকে আরাম করুন, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা 'খিফাফান ও ছিকালান' - সবল ও দূর্বল সর্বাবস্থায় জিহাদের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যদি যুদ্ধ নাও করতে পারি অন্তত মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা তো বৃদ্ধি করতে পারবো, তাদের রসদপত্র সংরক্ষণ করার কাজটি তো করতে পারব? এই হল মহান এক তাবেয়ীর অবস্থা, অথচ ইতিপূর্বে তাঁর একটি চোখ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের জীবনী দেখি, তাহলে এমন কোনও একজন সাহাবী কি পাওয়া যাবে, যিনি তাঁর ইলমি খেদমত ও জেহাদে অংশ গ্রহণ করা, এ দুটিকে সাংঘর্ষিক মনে করতেন। তাঁদের মাঝে এমন একজনও কি পাওয়া যাবে, যিনি ইলমি খেদমতে ব্যস্ত থাকার অযুহাত দেখিয়ে জেহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। হযরত আবু

হুরাইরা রাযি., হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি., হযরত সালেম মাওলা আবু হুযাইফা রাযি. এর মতো বড় বড় মুহাদ্দিস সাহাবীগণ কি কখনো জেহাদকে তাঁদের ইলমি খেদমতের বিপরীত মনে করেছেন। এত বড় বড় মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সারাটা জীবন জেহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। অথচ তখন জেহাদ ফরযে আইনও ছিল না, ছিল ফরযে কেফায়া। তারপরও তাঁরা ময়দানেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের অনেকে ময়দানেই শাহাদাত বরণ করেছেন। এই হল আমাদের মহান পূর্বসূরীদের অবস্থা। আমরা যাদের অনুসারী হওয়ার দাবী করে থাকি।

এবার আমরা নিজেদের অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করি, পূর্বসুরীদের সাথে আমাদের কতটুকু মিল আর কতটুকু অমিল? বিশেষ করে আমরা যারা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে মনে করছি, আমরা জিহাদের কাজে দৈনিক কতটুকু সময় ব্যয় করছি? আমাদের অন্যান্য কাজের সাথে যখন জিহাদী কাজগুলো সাংঘর্ষিক হয় তখন আমরা কোনটাকে প্রাধান্য দেই? পূর্বসূরীগণ যেভাবে জিহাদী মিশনকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমরাও কি তাই করি? এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবা উচিৎ। ইতিপূর্বে হয়ে যাওয়া আমাদের ক্রুটিবিচ্যুতিগুলোকে আল্লাহ মাফ করুন এবং আমাদেরকে ঐসব ক্রুটিবিচ্যুতিগুলোকে শোধরানোর তাওফীক দান করুন, আমীন।

নিকট অতীতের কয়েকজন আকাবির

এবার চলুন আমরা নিকট অতীতের কয়েকজন আকাবিরের অবস্থা জানি। তাঁরা কীভাবে ইলম, তাযকিয়া ও জিহাদকে সমন্বয় করেছিলেন। তাঁরা ইলমের দিক দিয়ে ছিলেন খ্যাতিমান আলেম, পাশাপাশি তাযকিয়ার দিক দিয়ে ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গ ও পীর। আবার তাঁরাই ছিলেন জিহাদের ময়দানের সিপাহসালার। এ জাতীয় আকাবিরদের তালিকার একদম শীর্ষে যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী রহ., শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলভী রহ., হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ., মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. ও শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ.

এবার এ সকল মনীষিদের জীবন থেকে কিছু কিছু হালাত আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ.র খানকার একটি চিত্র তুলে ধরছি। একবার হজ থেকে ফেরার পর তিনি নিজ খানকায় বসে যিকির করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে ছিল। হঠাৎ সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, সবাই যিকির বন্ধ করুন। জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এখন থেকে এ কাজেই আমাদেরকে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে। তাঁর কথা শুনে অনেকেই বিস্মিত হল। কেউ কেউ বলে উঠলো, যিকিরের মতো নেকির কাজ বাদ দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণের কী প্রয়োজন? উত্তরে সাইয়িদ সাহেব রহ. বললেন, বর্তমান

পরিস্থিতিতে যিকিরের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের সামনে হাজির। তাই আল্লাহর নামে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। জিহাদের সামনে অন্যসব নফল ইবাদত মূল্যহীন।

এই হল সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ.। তিনি সাধারণ কোনো আলেম ছিলেন না। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.র পর এ উপমহাদেশের মানুষ এত বড় ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় আর কাউকে দেখেনি। তাঁর হাতে চল্লিশ হাজারেরও বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ত্রিশ লাখের মতো মুসলমান তাঁর হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। এতকিছু সত্ত্বেও যখন যুদ্ধের পরিস্থিতি আসে তখন খানকার এই মহান ব্যক্তিটিই হয়ে যান ময়দানের শ্রেষ্ঠ বীর ও সিপাহসালার।

শাহ ইসমাইল শহীদ রহ.

বালাকোটের ময়দানে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ.র সঙ্গী হয়ে যে সব ওলামায়ে কেরাম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের একজন হচ্ছেন, তাঁরই মুরীদ ও একনিষ্ঠ শাগরিদ শাহ ইসমাইল শহীদ রহ.। যার লেখা কালজয়ী কিতাব ‘তাক্বিয়াতুল ঈমান’ পড়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

শাহ ইসমাইল শহীদ রহ.র একটি ঘটনা। তিনি বালাকোটের প্রান্তরে লাগাতার যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। টানা চার দিনের উপরে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে এক শিখ সৈন্য তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কসম করে বলেন,

খোদা কি কসম! মাই নেহি মরোঙ্গা যব তুজে নেহি মার ডালোঙ্গা'

-আল্লাহর শপথ, তোকে না মেরে আমি মরবো না।

তিনি ওই শিখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বেশ কিছু সময় ধরে তাদের মাঝে লড়াই চলে। কিন্তু এক পর্যায়ে ওই শিখের তরবারির আঘাতে শাহ সাহেব রহ.র মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিক তখন শাহ সাহেব রহ.র কারামত প্রকাশ পায়। মাথা বিহীন দেহই ওই শিখকে ধাওয়া করে এবং কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হন। এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর এ বান্দার শপথ পূর্ণ করেন। হাদিসে এসেছে, আল্লাহর এমন কিছু (প্রিয়) বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কোন শপথ করলে আল্লাহ অবশ্যই তা পূর্ণ করেন। শাহ সাহেব রহ.র ক্ষেত্রে যেন এটিই ঘটেছিল।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.

নিকট অতীতের আকাবিরদের মধ্যে আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.। তাঁর নামের সঙ্গে একটি উপাধী প্রসিদ্ধ আছে। তা হল, 'খানকায় পীর, ময়দানে বীর'।

ইংরেজ শাসনামলের শুরুর দিকে 'খানকায় পীর, ময়দানে বীর' উপাধী খ্যাত হাজী সাহেব রহ.কে আমীরুল মুমিনীন, মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.কে প্রধান সেনাপতি এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী রহ.কে প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করে ভারতের উত্তরপ্রদেশের থানাভবনে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে ইসলামী হুকুমত ঘোষণা করেন।

পরবর্তীতে হাজী সাহেব রহ.র নেতৃত্বে শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত যুদ্ধ হয়। যে যুদ্ধে যদিও নানা কারণে বাহ্যত তাঁরা পরাজিত হন, হাফেয যামেন শহীদ রহ. সহ আরও অনেকে শাহাদাত বরণ করেন কিন্তু হাজী সাহেব রহ.র নেতৃত্বে গড়ে উঠা ইংরেজ বিরোধী এ আন্দোলন থেমে থাকেনি। বরং তা অব্যাহত থাকে এবং এরই এক পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

একটি ঘটনা

ইংরেজ কতৃক উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার একদম শুরুর দিকের কথা। ভারতবর্ষের বড় বড় প্রায় সকল ওলামায়ে কেরাম দিল্লির এক জায়গায় একত্রিত হন। উদ্দেশ্য এ মুহূর্তে করণীয় কী, পরামর্শ করে তা ঠিক করা। ওখানে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেন- হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী রহ., মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী রহ., মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ., মাওলানা জাফর আহমদ থানেশ্বরী রহ. এবং হাফেজ যামেন শহীদ রহ.।

আলোচনার এক পর্যায়ে মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. বলেন, ইংরেজরা আমাদের মাথায় চড়ে বসেছে। দিন দিন তাদের শক্তি-ক্ষমতা এবং আমাদের উপর তাদের নির্যাতন বেড়েই চলছে। এভাবে চলতে থাকলে ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে আজীবন গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হবে। তাই এ মুহূর্তে আমাদের কাছে যা আছে তা নিয়েই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন মজলিসের একজন বলল, হযরত! আমাদের তো লোক

সংখ্যাও কম আবার অস্ত্রশস্ত্রও তেমন নেই। আমরা তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবো? তখন হযরত নানূতবী রহ. বজ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, বদরের মুজাহিদদের সংখ্যা কি আমাদের চেয়ে কম ছিল না? তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র কি আমাদের চেয়ে কম ছিল না? সেই মজলিসেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

শুরু হয়ে গেলো জঙ্গে আযাদী। স্বাধীনতা আন্দোলন। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে বড় বড় দুটি আন্দোলন হয়। ১৮৫৭’র আযাদী আন্দোলন এবং পরবর্তীতে রেশমি রুমাল আন্দোলন। দুটো আন্দোলনের নেতৃত্বেই ছিলেন ওলামায়ে কেরাম। তাঁরা সবাই ছিলেন খানকার বড় বড় পীর, তা’লীমি অঙ্গনের নামকরা আলেম, দাওয়াতি অঙ্গনের প্রখ্যাত দা’য়ী। সেই তাঁরাই হয়ে গেলেন জিহাদের ময়দানের সিপাহসালার। বাস্তবে তাঁরাই ছিলেন সত্যিকারের পীর। কিন্তু তাঁদের সাথে বর্তমান সময়ের পীর-মাশায়েখদের কোনো মিল কি খুঁজে পাওয়া যায়? আফসোস! শত আফসোস!

আত্মশুদ্ধির জন্য আমরা কার কাছে যাবো?

তো ভাই আমরা কথা বলছিলাম, বর্তমানে আত্মশুদ্ধির জন্য আমরা তাহলে কার কাছে যাব? এ ক্ষেত্রে আমি বলবো, বর্তমানে যদি এমন কোনো হাক্কানী পীর বা শাইখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদ এ সবগুলোই থাকে তাহলে আত্মশুদ্ধির জন্য আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। আর যদি এমন কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে - আমরা ইলমওয়ালার কাছ থেকে ইলম শিখবো, দাওয়াতওয়ালার

কাছ থেকে দাওয়াত শিখবো, তাযকিয়াওয়ালার কাছ থেকে তাযকিয়া অর্জন করবো, জিহাদওয়ালা-মুজাহিদীনের কাছ থেকে জিহাদ শিখবো। এরপর নিজের মাঝে এ সবগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করবো। এভাবেই হয়তো আমরা হতে পারবো পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসূরী।

তাছাড়া আমরা যদি ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অগ্রসর হতে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাবেন এবং আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। সুরা মুহাম্মাদের কয়েকটি আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। দেখুন আল্লাহ তাআলা বলেন':

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন এবং তাদের (অন্তরের) অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪-৫)

এ আয়াতের আরেকটি কেরাত হল,

وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে ...।

আয়াত থেকে শিক্ষা

এ আয়াত থেকে বেশ কিছু শিক্ষা আমরা পাই।

১। নিজের সকল নেক আমলের হেফাজতের জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের পথে লেগে থাকা চাই।

২। যারা জিহাদ ও শাহাদাতের পথে চলবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকল আমল কবুল করবেন। তাঁদের ছোট বড় কোনও আমলই বৃথা যাবে না।

৩। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে সকল বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা, যার ব্যতিক্রম কিছুতেই হবে না।

৪। যারা ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে চলবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরের ইসলাহ-সংশোধন করে দেবেন।

মুহতারাম ভাইয়েরা! আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন।

আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়াটা পড়ে নিই।

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

****